রাশাদ একাডেমি
ভর্তি নির্দেশিকা

[খুসুসী (৪র্থ শ্রেণি) থেকে দ্বাদশ শ্রেণি]

[উর্দূ কায়দা থেকে জালালাইন জামাত]

ব্যবস্থাপনায় : মাদরাসা দারুর রাশাদ

১২/ ডি- ই, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা - ১২১৬ । ফোন : ০২- ৯০৩২৩৮১

মোবাইল : ০১৮৭৫- ০৭৭৯৭১, ০১৮৬৬- ৩৪২২৪৪

ই- মেইল : rashadacademy 2007 @ gmail.com+

আমাদের বিশেষত্ব

- ❖ বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ও জাতীয় শিক্ষাবোর্ডের সিলেবাস অনুসরণ।
- ❖ উভয় সিলেবাসে সমন্বয় বিধান।
- ❖ ছাত্রদেরকে আরবী ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ করে তোলার প্রচেষ্টা।
- ❖ আরবী ও ইংরেজিতে অনর্গল কথোপকথনে যোগ্য করে তোলা।
- ❖ বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।
- ❖ আবাসিক ছাত্রদেরকে সার্বক্ষণিক শিক্ষকের তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণে রাখা।
- ❖ শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রদের তরবিয়তের বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।
- ❖ দাওয়াতী ও ইসলাহী প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ।
- ❖ অবসরে বই পড়া, শরীরচর্চা, সাহিত্যচর্চা ও লেখালেখির প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।
- ❖ প্রত্যেক ছাত্রের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- ❖ মেধার ভিত্তিতে পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা।
- ❖ নিয়মিত CT/MT নেয়ার মাধ্যমে জেনারেল শিক্ষার মান উন্নয়ন।
- ❖ নিজস্ব ক্যাম্পাসে প্রাকৃতিক পরিবেশে পাঠদান।

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- ❖ ইসলাম ও আধুনিকতার সমন্বয়।
- ❖ আবাসিক ব্যবস্থাপনা।
- ❖ অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
- ❖ মনোরম ও নিরিবিলি পরিবেশ।
- ❖ নৈতিক মানোন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম।
- ❖ বিনোদনের সুব্যবস্থা।
- ❖ প্রতিদিন রুচিসম্মত খাবার।
- ❖ কম্পিউটার শেখার ব্যবস্থা।
- ❖ আরবি ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন।
- ❖ শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার সুব্যবস্থা।

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি

ভর্তির আবেদন

জামিয়াতুর রাশাদে প্রতি আরবী বছরের ৭ শাওয়াল লিখিত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৮, ৯,ও ১০ শাওয়াল ভর্তি কার্যক্রম চলবে। শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ থেকে দরস শুরু হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের ছাপানো নির্ধারিত আবেদনপত্রের ফরম এবং প্রসপেক্টাস সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে ২০০ টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করতে হবে। আবেদনপত্রটি যথাযথ ভাবে পূরণ করে অফিসে জমা দিতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা

ক. মেধা ও শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।

খ.পূর্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ পরীক্ষার সত্যায়িত নাম্বারপত্র জমা দিতে হবে।

গ. ভর্তি ফরমের সাথে ২ কপি পাসপোর্ট ও ১ কপি স্ট্যাম্প সাইজ সদ্য তোলা রঙ্গিন ছবি জমা দিতে হবে।

ঘ. ভর্তির সময় ছাত্রের জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট এর ফটোকপি জমা দিতে হবে।

ঙ. পিতা-মাতার NID কার্ড এর ফটোকপি জমা দিতে হবে।

সাক্ষাত ও ফোন করার নিয়মাবলী

- ❖ প্রতিদিন আসর থেকে মাগরিব, প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা থেকে মাগরিব এবং শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত ছাত্র ও শ্রেণি নেগরান ওস্তাদের সাথে সাক্ষাত ও ফোনে কথা বলা যাবে।
- ❖ নির্ধারিত সময় ছাড়া সাক্ষাত/ফোন প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটায় বিধায় আমরা সকল অভিভাবকের নিকট এক্ষেত্রে সহযোগিতা কামনা করি।

খরচের বিবরণ

গ্রফ

ভর্তিকালীন ফি

খরচের খাত	**৪র্থ শ্রেণি থেকে জালালাইন জামাত (নতুন)**	**৪র্থ শ্রেণি থেকে জালালাইন জামাত (পুরাতন)**
ভর্তি ফি/ সেশন ফি	৩,৫০০/-	৩,৫০০/-
উন্নয়ন ফি	২,৫০০/-	৫০০/-
মাসিক বেতন	১,৫০০/-	১,৫০০/-
মোট=	**৭,৫০০/-**	**৫,৫০০/-**
বিবিধ		
কম্পিউটার	১০০/-	১০০/-
ডায়েরী	১২০/-	১২০/-
গ্রন্থাগার ফি	১০০/-	১০০/-
পরিচয় পত্র	১১০/-	১১০/-
বেতন কার্ড	১০/-	১০/-
রেজাল্ট কার্ড	২০/-	২০/-
খেলাধুলা ও জলসা	১০০/-	১০০/-
সিলেবাস	৩০/-	৩০/-
ভর্তি নির্দেশিকা	১০/-	১০/-
মোট বিবিধ	**৬০০/-**	**৬০০/-**
মোট খরচ (অনাবাসিক)	**৮,১০০/-**	**৬,১০০/-**
বোর্ডিং খরচ		
বোর্ডিং ফি (তিনবেলা খাবার)	৩,০০০/-	৩,০০০/-
মোট খরচ (আবাসিক)	**১১,১০০/-**	**৯,১০০/-**

ভর্তির পরে প্রতি মাসে প্রদেয় (আবাসিক + অনাবাসিক)

খরচের খাত	**৪র্থ শ্রেণি থেকে জালালাইন জামাত**
মাসিক বেতন	১,৫০০/-
বোর্ডিং ফি (তিনবেলা খাবার)	৩,০০০/-
সর্বমোট টাকা	**৪,৫০০/-**

বি. দ্র. :

১. সকল প্রকার ফি মাসের প্রথম সপ্তাহে পরিশোধ করতে হবে।

২. ভর্তির সময় সকল ছাত্রের এক মাসের খানার টাকাসহ অন্যান্য সকল ফি পরিশোধ করতে হবে।

৩. ভর্তির পূর্বে মাদরাসার দফতর থেকে ২০০ টাকার বিনিময়ে ফরম সংগ্রহ করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের ইউনিফর্ম

বিবরণ : পাঞ্জাবী, পাজামা, জুব্বা, পকেট ব্যাজ এবং টুপি।

- ৪র্থ শ্রেণি থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত । পাঞ্জাবী, পাজামা, পকেট ব্যাজ - আকাশী (হালকা), টুপি পাঁচ কল্লি সাদা।
- ৭ম শ্রেণি থেকে দাওরা পর্যন্ত। জুব্বা, পাজামা, টুপি পাঁচ কল্লি (সাদা)

প্রয়োজনীয় সামানা ও আসবাব পত্র যা সরবরাহ করতে হবে

- ১.৫ হাত - ৪ হাত মাপের ১টি তোষক ও ১টি বালিশ।
- বিছানার চাদর ২টি, বালিশের কভার ২টি, বালিশের তোয়ালে ২টি।
- সিঙ্গেল মশারী ১ টি, পাতলা কাঁথা বা চাদর ১টি।
- সাধারণ পাজামা- পাঞ্জাবি ও টুপি ২ সেট।
- মাদরাসার নির্ধারিত ইউনিফর্ম ২ সেট।
- হাফ হাতা পাতলা সাদা গেঞ্জি ৩ টি , মোটা গেঞ্জি ২টি।
- লুঙ্গি অথবা ঢোলা ট্রাউজার ২টি, গামছা / তোয়ালে ১টি।
- ২৬ ইঞ্চি ট্রাঙ্ক ১ টি, প্লেট ১ টি, গ্লাস ১টি।
- শিক্ষা সামগ্রী।
- সাবান, টুথপেস্ট, টুথব্রাস, মেসওয়াক, আয়না, চিরুনী, তেল, তালা- চাবি, নেইলকাটার।

শৃঙ্খলা সংক্রান্ত তথ্য

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।
- প্রতিদিন নির্ধারিত রুটিন অনুসরণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীকে যথাসময়ে মাদ্রাসায় উপস্থিত হতে হবে।
- শার্ট-প্যান্ট ও অমার্জিত পোশাক পরিচ্ছেদ ব্যবহার করা যাবে না।
- প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অপরাধে কোন ছাত্রকে বহিস্কার করা হলে তার ক্ষেত্রেও এ নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য।
- কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত থাকা যাবে না।

- প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মচারী, অভিভাবকসহ সকলের সাথে সদাচরণ করতে হবে।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত পরিচয়পত্র সাথে রাখতে হবে।
- কমপক্ষে ৯০ শতাংশ ক্লাস ও কোচিং -এ উপস্থিত থাকতে হবে।
- কোন শিক্ষার্থীর আচরণ প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ও স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচিত হলে কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করতে পারবে।
- কোন শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করতে চাইলে লিখিত আবেদন করতে হবে।
- পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে পড়তে হবে।
- নিজের রুম, সীট, জামা কাপড় গুছিয়ে ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- অনুমতি ছাড়া একে অন্যের রুমে যেতে পারবে না।
- পড়ালেখা, ঘুম ও খাওয়া ইত্যাদির সময় বিশৃঙ্খলা করা যাবে না।
- কোন সমস্যা হলে ক্লাস টিচারকে অথবা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে।
- ছাত্রের নিজের কাছে টাকা- পয়সা , মোবাইল, ইলেক্ট্রনিক্স খেলনা রাখা যাবে না।
- অফিস এবং শিক্ষকদের রুমে প্রবেশের সময় অনুমতি নিতে হবে।
- যথাসময়ে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।
- কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কাউকে নিজের রুমে প্রবেশ করানো যাবে না।
- আবাসিক ছাত্রদের সিট বিন্যাস কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবেন এ ক্ষেত্রে অভিভাবকের কোন এখতিয়ার থাকবে না।
- কোন ছাত্রের নৈতিক (অশ্লীল কথাবার্তা বা আচার- অচরণ) স্থলনের অপরাধে তাকে বহিস্কার করা যাবে।

আবাসিক নিয়মাবলী

- অনুমোদিত সময় ছাড়া ছাত্রের সাথে দেখা করতে দেয়া হয় না। পিতা- মাতা, ভাই বোন ও অনুমোদিত অভিভাবক ছাড়া অন্য কারো সাথে ছাত্রের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ।
- প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত রুটিন অনুসরণ করতে হবে।
- অভিভাবকগণ যথাসময়ে মাদরাসায় শিক্ষার্থীর আসা- যাওয়া নিশ্চিত করবেন।
- কোন ছাত্র অনুমতি ছাড়া নিজ রুম ছেড়ে অন্যের রুমে যেতে পারবে না।
- কোন কারণে অনুপস্থিত থাকলে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে।
- ছাত্রের কাছে নগদ টাকা পয়সা, দামি জিনিসপত্র রাখা যাবে না। ছাত্রের হাত খরচের জন্য অভিভাবক সংশ্লিষ্ট শ্রেণি শিক্ষকের কাছে টাকা জমা রাখতে পারেন।

নেজামুল আওকাত (দৈনন্দিন ২৪ ঘণ্টার রুটিন)

- ফজরের নামাযের আধা ঘন্টা পূর্বে নিদ্রা ত্যাগ এবং নামাযের পূর্ব পর্যন্ত তেলাওয়াত।
- যে সকল ফরজ নামাযের পূর্বে সুন্নত আছে, সেই সমস্ত নামাযের ১০ মিনিট পূর্বে আর অন্যান্য নামাযের জামাতের ৫ মিনিট পূর্বে মসজিদে যাওয়া অপরিহার্য।
- বাদ ফজর যিকিরের মজলিস ' সূরা ইয়াসীনে'র আমল। অতঃপর ১৫ মিনিট প্রাতঃ ভ্রমণ।
- বাদ ফজর থেকে ৭.০০ পর্যন্ত কেরাতের ক্লাস।
- ৭.০০ থেকে ৭.৪৫ পর্যন্ত সকালের নাস্তা।
- সকাল ৭.৫০ থেকে ৮.১৫ পর্যন্ত এসেম্বলি।
- সকাল ৮.১৫ থেকে দুপুর ১.০০ পর্যন্ত ক্লাস।
- যোহরের নামাযের পূর্বে খানা উঠানো।
- যোহরের জামাতের পর ৪০ মিনিট দুপুরের খাবার। দুপুরের খাবারের পর থেকে ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত ওস্তাদের নেগরানিতে অধ্যয়ন।
- আসরের নামাযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত শরীর চর্চা ও তাফরিহ।
- বাদ মাগরিব 'সূরায়ে ওয়াকিয়া' তেলাওয়াতের পর এশার নামাযের আযান পর্যন্ত ক্লাসের পড়া মুখস্থ করা।
- এশার নামাযের পূর্বে খানা উঠানো। এশার নামাযের পর ৪০ মিনিট রাতের খাবার অতপর রাত ১০ টা পর্যন্ত পড়াশোনা।
- ১০.১৫ টার মধ্যে জরুরত সেরে ঘুমানো।
- বৃহস্পতিবার বাদ যোহর হতে আসরের আযানের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্রাম।

ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাদি

ঈদুল আযহা	:	১০ দিন। (১২ জিলহজ থেকে ২১ জিলহজ)
১ম সাময়িক পরীক্ষার পর	:	৭ দিন।
২য় সাময়িক পরীক্ষার পর	:	৭ দিন।
বার্ষিক পরীক্ষার পর	:	১০ দিন।
ঈদুল ফিতর	:	১২ দিন। (২৫ রমযান থেকে ৭ শাওয়াল)
আশুরা	:	১ দিন।
রবিউল আউয়াল	:	১ দিন
১৫ শাবান	:	১ দিন।
২১ ফেব্রুয়ারী	:	১ দিন।
১৭ মার্চ	:	১ দিন
২৬ মার্চ	:	১ দিন।
১৫ আগস্ট	:	১ দিন
১৬ ডিসেম্বর	:	১ দিন।

অনাবাসিক নিয়মাবলী

- প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত রুটিন অনুসরণ করতে হবে।
- অভিভাবকগণ যথাসময়ে মাদরাসায় শিক্ষার্থীদেরকে আসা-যাওয়া নিশ্চিত করতে হবে।
- কোন ছাত্র অনুমতি ছাড়া নিজ রুম ছেড়ে অন্যের রুমে যেতে পারবে না।
- ছুটির সময়গুলোতে বাসায় নিজ দায়িত্বে পড়ালেখার ব্যবস্থা করবেন।
- কোন কারণে অনুপস্থিত থাকলে লিখিত ভাবে আবেদন করবেন।
- বাসায় দীনি পরিবেশ বজায় রাখবেন।
- আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পরামর্শ আমাদের জানাবেন।
- যারা শুধু খাবার খাওয়ার জন্য বাসায় যায় তাদেরকে যথা সময়ে মাদরাসায় নিজ দায়িত্বে পাঠিয়ে দিবেন।
- নেগরান ওস্তাদ ও দায়িত্বশীল ওস্তাদদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন।

অভিভাবকের জ্ঞাতব্য বিষয়

- অভিভাবকগণ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম- কানুন সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- ছাত্রের মানোন্নয়নে বছরে একবার অভিভাবক সম্মেলনে যোগদান করা।
- প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অনুষ্ঠানেও অভিভাবকদের চিঠি দিয়ে দাওয়াত করা হবে।
- সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে নিজ বাসস্থানের সামগ্রিক পরিবেশকে দীনি মেজাজে গড়ে তুলুন। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে পরামর্শ নিন।
- জন্মদিন, বিবাহ, আকীকা, চল্লিশা, আত্মীয়ের বিদায় ইত্যাদি কারণে কোন ছাত্রকে ছুটি দেয়া হয় না। তবে গুরুতর অবস্থা বা মরণাপন্ন কোন অতি নিকট আত্মীয়কে দেখার জন্য প্রধান শিক্ষক ছুটি দিতে পারেন। এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- আপনার সন্তানের জন্য যেকেনো পরামর্শ দায়িত্বশীল শিক্ষককে জানান।
- ঘুম ও ক্লাসের সময় ছাত্রের সাথে সাক্ষাৎ করা নিষেধ।
- প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করবেন।
- মাদরাসার নিয়ম -কানুন ভঙ্গ করলে প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন।
- সন্তানকে নির্ধারিত ছুটিতে মাদরাসা থেকে নিয়ে যাবেন এবং ছুটি শেষে মাদরাসায় পৌঁছাবেন।